প্রথম আলো

তারিখ 23 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ৪

মাধ্যমিকের বই সংকট

ব্যবসায়ীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে এনসিটিবি

শরিফুজ্জামান পিন্টু ●

ছাপা উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরও বাজারে মাধ্যমিকের বইয়ের সংকট কাটছে না। লাভ কম হবে—এই কারণ দেখিয়ে প্রকাশক ও মুদ্রাকরেরা সাদা কাগজে বই ছাপতে চাইছেন না। তাঁরা এখন নিউজপ্রিন্টে বই ছাপার উন্মুক্ত সুযোগ চাইছেন। এনসিটিবির সঙ্গে প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের দরকষাকষি চলতে চলতে জানুয়ারি শেষ হতে যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত বাজারে বইয়ের সরবরাহ স্বাভাবিক হয়নি।

এদিকে নানামুখী তৎপরতায় ঢিমেতালে হলেও মাধ্যমিকের প্রথম কিস্তির ১৪টি বই বাজারে এসেছে। এখন দ্বিতীয় কিস্তির ৩৮টি বই আসা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। এসব বই আসার তারিখ ইতিমধ্যে তিনবার নির্ধারণ হয়েছে। তার পরও সর্বশেষ নির্ধারিত ২৪ জানুয়ারি বাজারে বইগুলোর সরবরাহ পর্যাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বইয়ের সংকটকে পুঁজি করে একশ্রেণীর অসাধু প্রকাশক মূল বইয়ের সঙ্গে নোট বা গাইড কিনতে অভিভাবকদের বাধ্য করছে। এ ছাড়া পাইকারি বিক্রেতারা খুচরা বিক্রেতাদের কমিশন কমিয়ে দেওয়ায় এর প্রভাব পড়ছে ক্রেতার ওপর।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, রাজধানীর নিউমার্কেটে বইয়ের দাম বেশি রাখা হচ্ছে না। কিন্তু নীলক্ষেতে নির্ধারিত দামের বেশি রাখা হচ্ছে, এমনকি কেউ কেউ মূল বইয়ের সঙ্গে নোট-গাইড গছিয়ে দিচ্ছে। বাংলাবাজারে বইয়ের একটি দালাল চক্র তৈরি হয়েছে। সিংহভাগ কাজ পাওয়া তিন-চারজন ব্যবসায়ী বই ছাপা ও সরবরাহের বিষয়টি জিম্মি করে রেখেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সুদূর কুড়িগ্রাম থেকে একজন ছাত্র ফোন করে মফস্বলে বই নিয়ে দুরবস্থার কথা জানিয়েছেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর কাছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, বই আসার আগে বাজারে নোট-গাইড আসা এবং চড়া দামে একজন দরিদ্র শিক্ষার্থীকে নোট-গাইড কিনতে বাধ্য করা জন্যে অপরাধ। এ ধরনের অপরাধে জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ব্যবসায়ীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে এনসিটিবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেওয়ার জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মছির উদ্দিন বলেন, একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সহযোগিতার বদলে মুনাফা নিয়েই যেন বেশি ব্যস্ত। ইতিমধ্যে ১৮টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এগুলোসহ অসাধু ব্যবসার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে কালো তালিকাভুক্ত করা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবে।

গত ১৫ জানুয়ারি দ্বিতীয় দফায় মাধ্যমিকের ৩৮টি বই বাজারে আসার কথা ছিল। প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের অনুরোধে ওই তারিখ পিছিয়ে করা হয় ২০ জানুয়ারি। এরপর আবারও ওই তারিখ পিছিয়ে ২৪ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। ওই তারিখের মধ্যেও সব বই বাজারে আসার সম্ভাবনা নেই।

এর আগে ৬ জানুয়ারি প্রথম দফায় ১৪টি বই বাজারে আসার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ১৫ জানুয়ারির দিকে এসব বইয়ের সরবরাহ কিছুটা স্বাভাবিক হয়। তবে সংকট কাটেনি। জানুয়ারি শেষ হতে চললেও দ্বিতীয় দফার বই আসেনি। তৃতীয় দফার ২২টি বই ৩১ জানুয়ারি আসার কথা থাকলেও তা আরও পেছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রথম কিস্তির ১৪টি বই উন্মুক্ত করে দেওয়া হলেও তা ছাপা না হওয়া প্রসঙ্গে মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের বক্তব্য হচ্ছে, ৫৫ গ্রামের সাদা কাগজে বই ছাপলে মুনাফা হয় না। এর পরিবর্তে নিউজপ্রিন্টে বই ছাপা এবং সবার জন্য তা উন্মুক্ত করে দেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছেন তাঁরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মোজাম্মেল হক খান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রকাশক ও মুদ্রাকরেরা যা বলছে, তা-ই শোনা হয়েছে। কিন্তু গুটিকয়েক ব্যবসায়ী যেসব কাজ করছে এবং যেসব অভিযোগ শোনা যাচ্ছে, তা দুঃখজনক।' তিনি বলেন, বই সংকটের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে এনসিটিবিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খুব শিগগির এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মছির উদ্দিন বলেন, প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের অনেকেই নানা অজুহাতে বই সময়মতো বাজারে ছাড়ছে না। তাদের সব কথা শোনা হচ্ছে, সব দাবি মানা হচ্ছে। তার পরও তাদের অজুহাত যেন শেষ হচ্ছে না।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মো. আবু তাহের *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বাজারে বই সংকটের বিষয়ে দ্বিমত করছি না। তবে এর দ্রুত সমাধান হওয়া উচিত।'

বাংলাবাজারে বইয়ের খুচরা বিক্রেতা মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'মন্ত্রী বাংলাবাজার ঘুরে যাওয়ার পর বই আসবে এমন তোড়জোড় হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে আমরা ক্রেতাদের বই দিতে পারছি না।'

নবনিযুক্ত শিক্ষাসচিব আতাউর রহমান বলেন, 'সংকটের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।'

রাজধানীর একটি বিদ্যালয়ের অভিভাবক আফরোজা আহমেদ বলেন, বাচ্চার ক্লাস চলছে, বই দিতে পারছি না। তিনি বলেন, বই সংকটের জন্য এই সরকারের দায়দায়িত্ব নেই, কিন্তু কাদের জন্য এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে, সেটা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিতে পারলে সরকার সমালোচনা থেকে রেহাই পাবে না।